মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর মধ্যে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক।

সমঝোতা স্মারক (MOU)

১৪ জুন ২০২২ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা ।

খবা ৯৯২২৪১২

বিষয়:'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের উপর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU)।

বীর মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও অবদানের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলা/থানা হতে নির্বাচিত 'বীর মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্যদের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ''বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০২ হতে ২০০৫ সালে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রকল্পটির সাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সরকারি খাতের একক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) বর্ণিত কাজ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় ঋণ তহবিলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আরো অধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কর্মসূচির আওতাভূক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (১ম পক্ষ) এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২য় পক্ষ) এর মধ্যে গত ১৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় নিম্নবর্ণিত দফাসমূহ সম্বলিত সমঝোতা স্মারক (MOU) প্রণয়ন করা হলোঃ

১। আবর্তক ঋণ তহবিলের উৎস হবে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির' বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের অংশ হতে প্রাপ্ত অর্থ;

২। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের একক বা দলগতভাবে ঋণ বিতরণ করা হবে।

৩। সংজ্ঞাঃ এই সমঝোতা স্মারকে-

(১) প্রকল্প বলতে- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পকে বুঝাবে;

(২) অভীষ্ট জনগোষ্ঠী বলতে- 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের বুঝাবে;

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা বলতে-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে;

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য বলতে-বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী, ছেলে/মেয়েকে বুঝাবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা কন্যা ঋণ প্রাপ্তির জন্য অগ্রাধিকার পাবে।

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধা/পোষ্য প্রকল্পভূক্ত হবার যোগ্যতা/ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্তঃ

১) যিনি সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবী নন;
২) যার বার্ষিক আয় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা ব্যতিরেকে ৫০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে নয়;
৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন এর স্থায়ী বাসিন্দা;
৪) বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর; এবং
৫) বৃত্তিমূলক/আয়বর্ধক ট্রেডে প্রশিক্ষণ থাকা (বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে)।

(৩) ফোকাল পয়েন্ট বলতে পরিচালক (সমন্বয়) বিআরডিবি'কে বুঝাবে।

কড ২০৬৪৪০৮

৪। প্রকল্পের অংগসমূহ বা কার্যক্রম বলতে –

১) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নির্বাচন;
২) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ;
৩) আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান;
৪) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রচারণা;
৫) ঋণ ব্যবহার মূল্যায়ন; এবং
৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সাপেক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জাতীয় দিবসে উপহার প্রদান।

এছাড়া উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রকল্পে ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমকেও বুঝাবে ।

৫। অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাছাইকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডঃ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপণ করে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠির তালিক প্রনয়ণ করা হবে । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ঋণ কমিটির পরামর্শ নেয়া হবে। প্রকল্পের অধীনে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নির্বাচন ও সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ বিআরডিবি কর্তৃক সম্পাদিত হবে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যে কোনো বিষয়ে ও যে কোনো মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। প্রশিক্ষণ বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরসমুহের সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

১) বাছাই প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমঃ

ক) বিআরডিবি কর্তৃক ৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের সনাক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের সম্পত্তি ,আয় ও জীবিকা নির্বাহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এ পর্যায়ে প্রনীত অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির তালিকা উপজেলা/মহানগর ঋণ বিতরণ কমিটির (ULC/CCLC) বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে এবং উক্ত কমিটি তালিকা চূড়ান্ত করবে। একই প্রক্রিয়ায় ইতোপূর্বে প্রণীত তালিকার সাথে পরবর্তীতে নির্বাচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের সংযোজন/বিয়োজন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করা যাবে। একক ব্যক্তি ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবার ও পোষ্যদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক দল/সমিতি গঠন করা যাবে। সমিতি/দলের ক্ষেত্রে দলের সভাপতি ও ব্যবস্থাপক (নির্বাচনের মাধ্যমে) থাকবে । এতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সহজতর হবে ও ঋণ পরিচালনা ব্যয় কম হবে;

খ) প্রত্যেক সদস্যকে কী ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তাঁরা একক/দলগতভাবে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হবে সেমতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নগদ ঋণ/ ঋণের উৎপাদন উপকরণ, মেশিনারিজ সরবরাহ করা যাবে এবং সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হবে।

২) প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ দুইভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণসমূহ যথা- কম্পিউটার, মৎস্য, পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পোষাক তৈরী, সেলাই ও এমব্রয়ডারি, ব্লক ও বাটিক, ইলেট্রিক ও ইলেট্রনিক্স সামগ্রী মেরামত, মোবাইল, কম্পিউটার সার্ভিসিং ও অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণগুলো বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালনা করা হবে । অবশিষ্ট অ-কারিগরি ট্রেডের মধ্যে ধান, গম ভাঙ্গানো সেচ ও কৃষি কাজ, বাঁশ- বেত ও অন্যান্য হাতের কাজ এই প্রশিক্ষণগুলো বিআরডিবি কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে। ড্রাইভিং, রেডিও-টেলিভিশন মেরামত, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ অথবা অন্য কোনো বিষয়ের প্রশিক্ষণ কাজ বিআরডিবি/ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালনা করা সম্ভব না হলে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে বিআরডিবি সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী বাছাই করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের কাজটি বিআরডিবি কর্তৃক যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করবে। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের (সনদপত্র ধারীগণ) ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক (সরেজমিন) ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর পরামর্শ অনুসারে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে ।

কড ২০৬৪৪১০

৬। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

ক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়বর্ধক পৃথক পৃথক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ৫০% কে ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ গোষ্ঠী বিবেচনায় লাভজনক প্রকল্পের বিপরীতে একক/ব্যক্তিগতভাবে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হতে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। দলগতভাবে (কমপক্ষে ৫ জনের) ঋণসীমা হবে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা হতে ১০,০০০,০০/-(দশ লক্ষ) টাকা। ঋণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি সদর দপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্পের নামে একটি আবর্তক ঋণ তহবিল (RLF) গঠন করা হবে। উক্ত তহবিলের অর্থ প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত উপজেলায় সরাসরি ব্যাংক মারফত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ গোষ্ঠি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ঋণের সুদের হার ৭% করা হবে। আদায়কৃত সুদ হতে ৫% হারে বিআরডিবি'কে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হবে;

ঋণের সেবামূল্যের বিভাজন হার নিম্নরূপ হবেঃ

বিআরডিবি সার্ভিস চার্জ	-	৫%
আরএলএফ	-	১%
কু-ঋণ তহবিল	-	১%
মোট-	-	৭%

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। তবে আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে। ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা ও সমঝোতা স্মারকের মধ্যে কোনো বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে সমঝোতা স্মারক অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঋণের সেবামূল্যের হার পরিবর্তন করা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক ঋণের সেবামূল্যের হার পরিবর্তন করা যাবে;

খ) ঋণের মেয়াদ হবে পুনঃতফসিল ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ২ বছর তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ৩ বছর। ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ মাস পর থেকে মাসিক কিস্তিতে সার্ভিস চার্জসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কোনো অবস্থায় ঋণের টাকা বকেয়া রাখা যাবেনা। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরডিবির বিদ্যমান আদায় নীতিমালা প্রয়োগ করা যাবে;

গ) সেবামূল্য/ সার্ভিস চার্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে সেবামূল্যসহ আসল ঋণ পরিশোধের পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের শুরুতে যে ঋণ অপরিশোধিত থাকবে শুধুমাত্র সেই পরিমান ঋণের উপর সেবামূল্য ধার্য করা হবে অর্থাৎ প্রথম বছরে পরিশোধিত মূল ঋণের উপর দ্বিতীয় বছরে কোনো সেবামূল্য ধার্য করা যাবেনা। তিন বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে একইভাবে তৃতীয় বছরের শুরুতেও সেবামূল্য ধার্যের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। নির্ধারিত মেয়াদকালের (২ ও ৩ বছর) পর যদি ঋণের আসল ও সেবামূল্য বকেয়া থাকে তবে বকেয়া আসল ও ঋণের মেয়াদকালীন (২ ও ৩ বছর) বকেয়া সেবামূল্য আদায় করতে হবে অর্থাৎ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ গোষ্ঠী বিবেচনায় নির্ধারিত মেয়াদকালের (২ ও ৩ বছর) অতিরিক্ত সময়ের সেবামূল্য ধার্য করা হবেনা শুধুমাত্র বকেয়া আসল আদায় হবে;

ঘ) ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা ঋণ কমিটি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি, কমান্ডার/আহবায়ক, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, উপজেলা কৃষি/মৎস্য/প্রাণি সম্পদ/সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, সদস্য সচিব) ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ৯ (নয়) সদস্য (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সভাপতি, কমান্ডার/আহবায়ক, মহানগরীর সংশ্লিষ্ঠ জেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলার কৃষি/মৎস্য/প্রাণি সম্পদ/সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন/মহিলা বিষয়ক দপ্তরের অফিস প্রধান সদস্য ও উপপরিচালক, বিআরডিবি সদস্য সচিব) ঋণ কমিটি থাকবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ জেলার উপপরিচালক উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। ঋণ মঞ্জুর ও আদায় কার্যক্রম ঋণ কমিটির সুপারিশমতে পরিচালিত হবে।

ঙ) ভবিষ্যতে কোনো ঋণ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে বা তৎপরবর্তি সময়ে আদায় না হলে এবং তা প্রচলিত নিয়মে কু-ঋণ হিসেবে শ্রেণি বিন্যাসিত হলে উক্ত ঋণের সমপরিমান অর্থ কু-ঋণ তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে । কোনো ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং তার সক্ষম ওয়ারিশ না থাকলে তাঁর বকেয়া ঋণ কু-ঋণ তহবিল থেকে সমন্বয় করা যাবে। কু-ঋণ তহবিল থেকে মৃত্যু ব্যক্তির বকেয়া ঋণ সমন্বয় করা না গেলে এবং উক্ত ঋণ গ্রহীতার সক্ষম ওয়ারিশ না থাকলে বকেয়া ঋণ মওকুফ করা যাবে;

কড ২০৬৪৪১৩

চ) আবর্তক ঋণ তহবিল এর অর্থ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত হবে;

ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় জনবল সৃজন করতে পারবে; এবং

চ) বিআরডিবি সময়ে সময়ে মন্ত্রণালয়ে সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৭। ঋণের জন্য জমানতঃ ঋণের জন্য কোনো প্রকার জামানত প্রয়োজন হবে না। তবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

(ক) ঋণ আবেদন পত্র;

(খ) প্রশিক্ষণের সনদপত্রের/ তালিকার সত্যায়িত কপি;

(গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমন্বিত তালিকায় উল্লেখিত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণকের সত্যায়িত কপি;

(ঘ) বীর মুক্তিযোদ্ধার পোষ্যের প্রমাণস্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর/ সংশ্লিষ্ঠ উপজেলা/জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার/আহবায়ক/ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র; এবং

(ঙ) ৩০০-/ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণ গ্রহীতার অঙ্গীকারনামা।

৮। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনা ও জনবলের বিবরণঃ

১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর নিজস্ব জনবল দ্বারা এই প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে;

২) পরিচালক (সরেজমিন) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, প্রকল্প কর্মকান্ডের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সামগ্রিক কার্যাবলীর জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন;

৩) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সরাসরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন;

৪) বিআরডিবি প্রয়োজনে আহরিত সার্ভিস চার্জ হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে একজন কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী ও হিসাব সহকারী নিয়োগ দিতে পারবে।

৯। বিআরডিবি'কে অর্থ প্রদানঃ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ তহবিল মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর নামে ছাড় করার জন্য উদ্যোগ নেবে। নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব মারফত বিআরডিবি অর্থ ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং সরকারের আর্থিক বিধি বিধান মেনে চলবে।

১০। সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা, মেয়াদ ও বাস্তবায়নঃ

১) এই সমঝোতা স্মারক বিআরডিবি ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর মধ্যে ২০০২ ও ২০১৩ সালে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের সংশোধনী বলে গণ্য হবে এবং এই সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা ৩০ শে জুন ২০৩১ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রয়োজনের নিরিখে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই সমঝোতা স্মারক যে কোন সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা যাবে;

২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটলে বা উভয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো ঘটনা, পরিবেশ সৃষ্টি হলে বা মেয়াদ পূর্বে প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোনো পক্ষের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

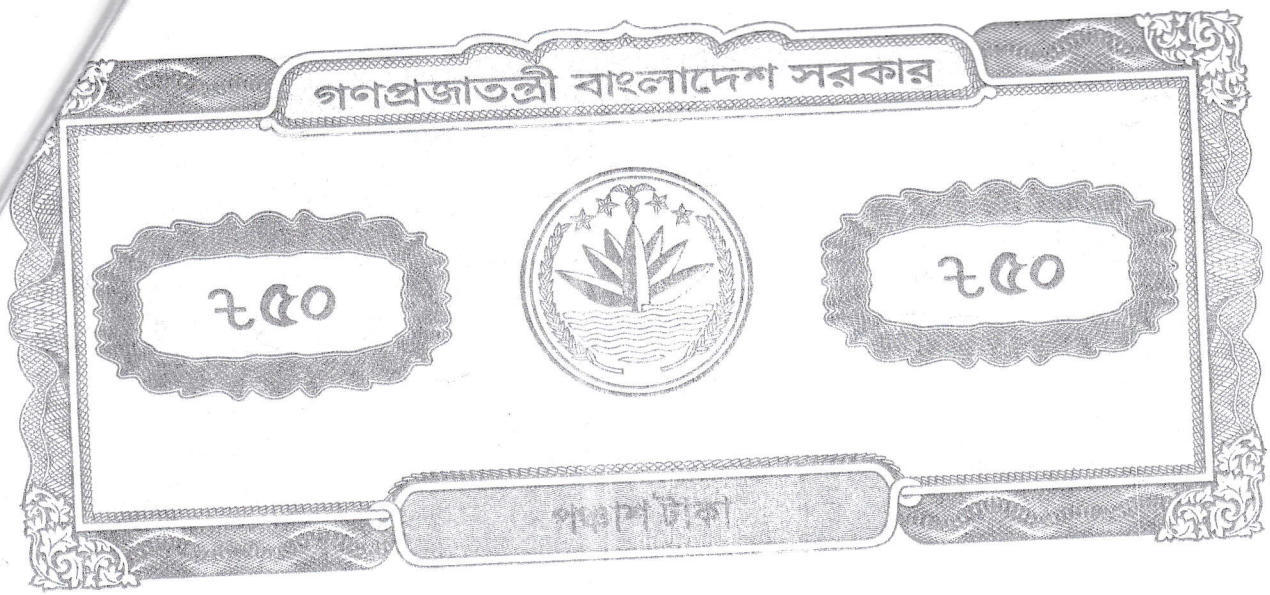

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কড ২০৬৪৪১৪

১১। আরবিট্রেশনঃ

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য সৃষ্টি হলে এবং আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হলে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে একজন করে মনোনিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০২ জন আরবিট্রেটর এর মাধ্যমে অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তি হবে। ১৯৪০ সালের আরবিট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী উভয় পক্ষ আরবিট্রেটর এর রায় মানিয়া নিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন বলে সম্পাদন করা হলো। এই সমঝোতা স্মারকের কোনো বিধান বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হলে সরকারি আইন প্রযোজ্য হবে।

উপর্যুক্ত দফাসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় অদ্য ১৪/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হলো।

14/06/22

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

এস. এম. মাসুদুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন) ও
মহাপরিচালক (অবপ্রাপ্ত)
বিআরডিবি, ঢাকা।

14/06/22
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

RANJIT KUMER DAS
Additional Secretary (Admin)
Ministry of Liberation War Affairs
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

স্বাক্ষী

১। 14/06/22
ফয়েজ-ই-রাব্বী
যুগ্মপরিচালক (পিসিএম)
বিআরডিবি, ঢাকা।

২। 14/6/22
আলমগীর কবির সরকার
সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং)
বিআরডিবি, ঢাকা।

স্বাক্ষী

১। 14.6.2022
ডা. মুঃ আসাদুজ্জামান
উপসচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২। 14.06.2022
এ এইচ এম মহসীন রেজা
সহকারী সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার